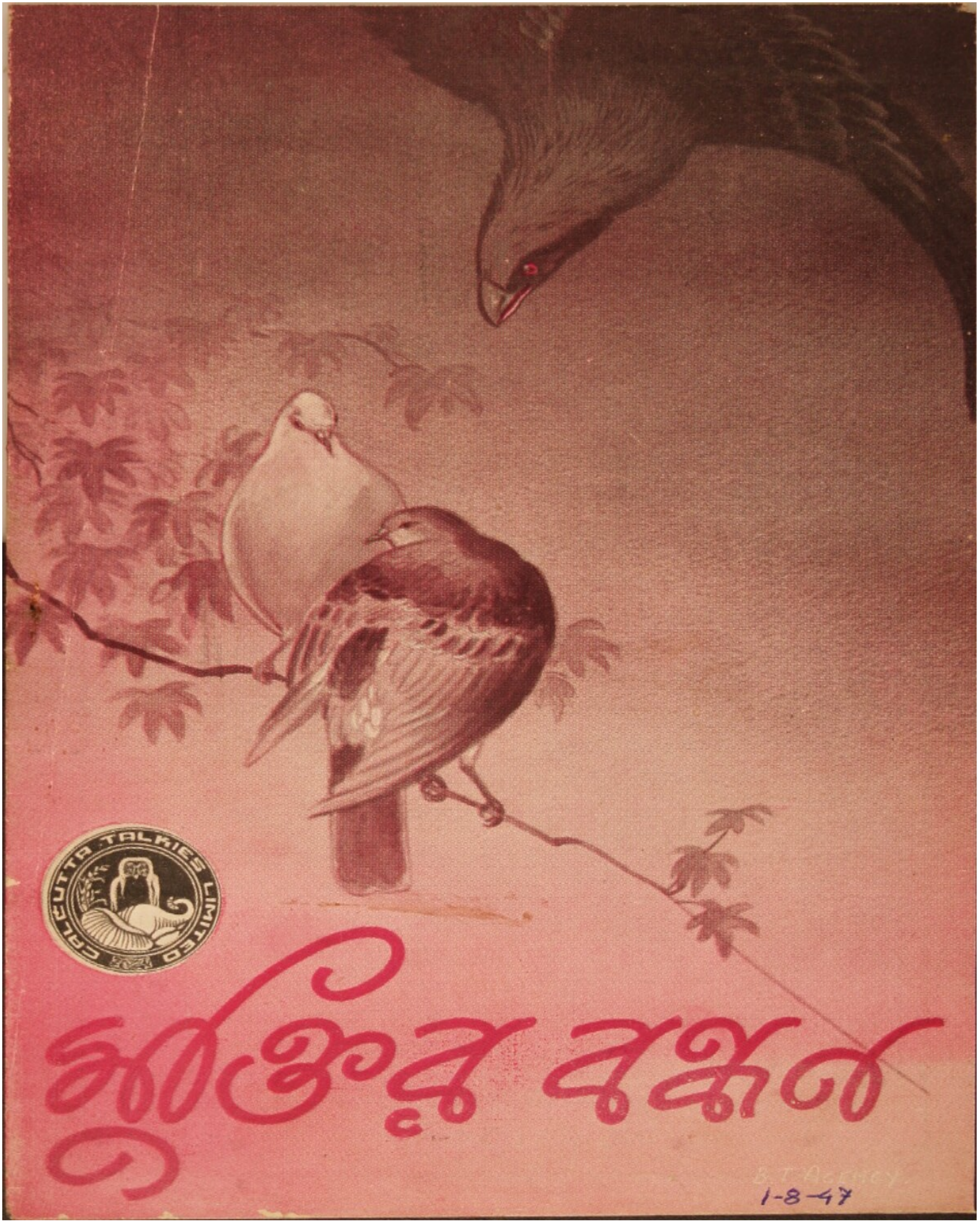

CALCUTTA TALKIES LIMITED
1-8-47

মহালক্ষ্মী প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স লিঃ এবং ক্যালকাটা টকিজ লিঃ—এর
চেয়ারম্যান **শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ ধর** (এম, আর, পি, এস (লণ্ডন)
(এফ, আর, জি, এস (লণ্ডন)

মহাশয়ের সৌজন্যে

ক্যালকাটা টকিজের প্রথম নিবেদন

মুক্তির বন্ধন

প্রযোজক—**নলিনী রঞ্জন বসু**

কাহিনী, গীত ও পরিচালনা—অখিল নিয়োগী

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীগণ

পরিচালনায়—শঙ্কর মিত্র
অজিত সেন

ব্যবস্থাপনায়—তারক মিত্র

সম্পাদনায়—নানা বসু
বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্রে—রামপদ পাল
কুমারেশ সরকার

চিত্রশিল্পে—নরেশ নাথ
সুধীর মিত্র

টেক্‌নিক্যাল এড্‌ভাইসর—সুধীন গুপ্ত

চিত্রশিল্পী—মণ্টু পাল

প্রধান শব্দযন্ত্রী—নৃপেন্দ্র পাল

শব্দযন্ত্রী—অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়নাগারাধ্যক্ষ—ধীরেন দে (কে,বি,)

শিল্প-নির্দ্দেশক—অনিল পাইন

সম্পাদক—অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থির-চিত্রশিল্পী—গুনেন সেন

আবহ-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
[রাধা ফিল্ম্ ষ্টুডিওতে গৃহীত]

জয়েণ্ট-ম্যানেজিং ডিরেক্টর : সুধীর কৃষ্ণ গুপ্ত ● অসিত রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ভূমিকায় : গীতশ্রী, উমা গোয়েঙ্কা, রাজলক্ষ্মী (বড়), রাজলক্ষ্মী (ছোট), শ্রীমতী তারা ভাদুড়ী, বেবী, যমুনা, নীলু রায় (এ্যাঃ) রতন গুপ্ত (এ্যাঃ), কিরণ কুমার, নীতিশ মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), আশু বসু, প্রফুল্ল দাস, ভাদু বাবু শ্রীমান অনু, শ্রীমান শম্ভু, অশোক, অচিন্ত্য, সাগর, অতুল, প্রশান্ত, সতীশ, বৃন্দাবন, অনিল বোস এবং আরও অনেকে।

পরিবেশক : **ক্যালকাটা টকিজ লিঃ**
২৭এ, ক্রীক রো, কলিকাতা।

সানালীদি-অন্ত প্রাণ। মাণিকের

মুক্তির-বন্ধন

(সংক্ষিপ্ত-কাহিনী)

বাঙ্‌লা দেশের এক অজ্ঞাত গ্রাম বাঁশ-পাপ্‌তা। ভূগোলে তার নাম নেই, সংবাদ পত্রে তার খবর ছাপা হয় না। তবু সেই গণ্ডগ্রাম বাঙ্‌লা দেশের মানচিত্রের বাইরে নয়। গ্রামের জমিদার রামসদয়বাবু মায়ের অনুরোধে আট বছরের মেয়ে সোনালীকে গৌরীদানের ব্যবস্থা করেছেন, গ্রামেরই তারিণীবাবুর ছেলে মাণিকের সঙ্গে। জ্ঞাতি ভ্রাতা কূট চরিত্র করালীর হস্তক্ষেপের ফলে বিয়ে গেল ভেঙ্গে। রামসদয়বাবু স্থির করলেন—উভয়কে মানুষ করে তবে দু'হাত এক করে দেবেন। কিন্তু তাঁর সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হবার আগেই ওপারের ডাক এলো। ছেলে না থাকায়—করালী এসে জমিদারী গ্রাস ক'রে বস্‌ল। আর তার কুকার্য্যের নিত্য সঙ্গী জুট্‌ল বিরিঞ্চি।

দশ বছর পরের ঘটনা, মাণিক-সোনালী তখন বড় হয়েছে। ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া দিনগুলি রঙীণ স্বপ্নজাল বোনে। কিন্তু তাদের মিলন-পথের কণ্টক করালী খুড়ো। মাণিকের সাথী বাব্‌লা আর সোনালীর সই গাঁয়ের মোড়ল মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগীর মেয়ে শাপ্‌লা। মাণিক আর সোনালীর চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলে বাব্‌লা আর শাপ্‌লার হাত দিয়ে। এইভাবে তাদের মনেও নীড় বাঁধবার বাসনা জাগে।

মাণিক ও সোনালী (ছোট)

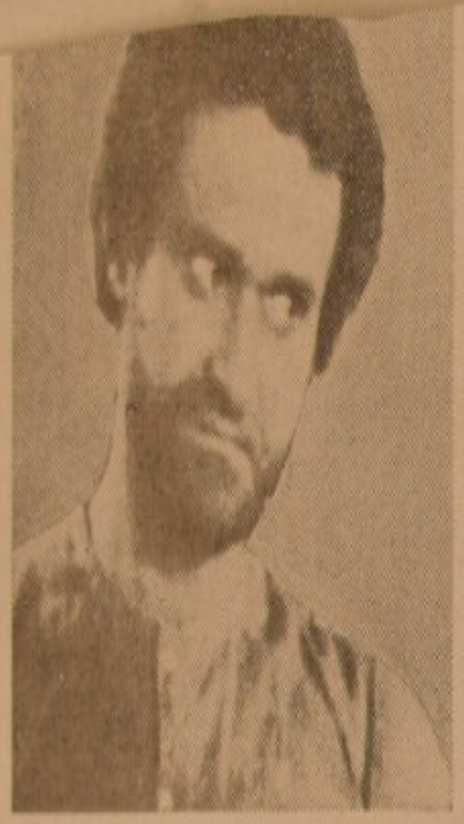

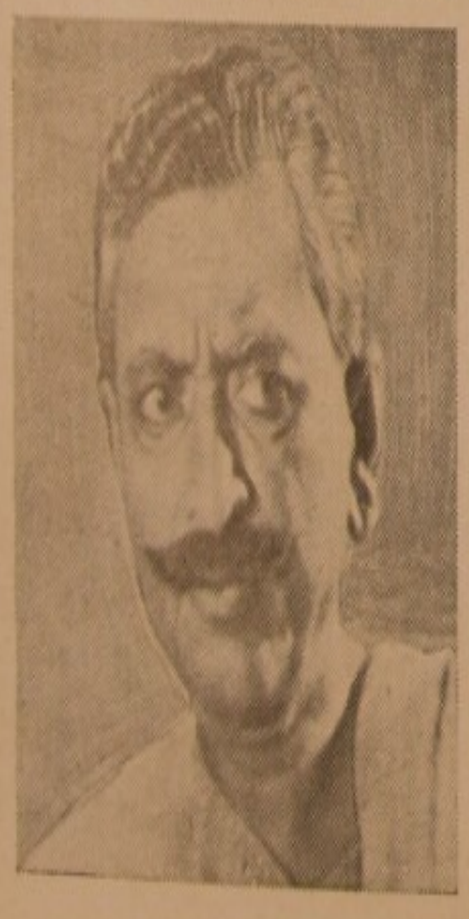

সানালীদি-অন্ত প্রাণ। মাণিকের উৎসাহে সোনালী ও [illegible] কার করতে চায়। কিন্তু করালী তা সইতে পারেনা। ভাবে ওরা তার ছেলেকে পর করে দিচ্ছে। রামসদয়বাবু মাণিককে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। আজ মাণিকের আশা—গ্রামের চাষার দল তার সঙ্গে মাঠে খেটে সোনা ফলাবে। সোনালীও মনে মনে সেই স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু পথের কণ্টক করালী খুড়োর জন্য কিছুই সম্ভবপর নয়। সে তলে তলে অন্যত্র সোনালীর বিয়ের সম্বন্ধ করে। সোনালীকে বিদায় করতে পারলেই গোটা জমিদারী তার হাতে এসে পড়ে। কিন্তু কিশোর তা চায় না। সোনালীদির প্রেরণা নিয়ে সে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে গড়ে তোলে—"সব পেয়েছির আসর" তারই ভিতর দিয়ে সে চাষার ছেলেদের মানুষ করে তুলতে চায়।

করালীর কু-দৃষ্টি পড়েছে সোনালীর সই শাপ্‌লার ওপর। বিরিঞ্চিকে দূত পাঠিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছে। তাই ষড়যন্ত্র ক'রলে ওদের ঘরে আগুন দিতে হবে। সোনালী সেই খবর জান্‌তে পেরে কিশোরকে পাঠালে সইকে সাবধান করে দেবার জন্যে। কিন্তু শাপ্‌লাদের জিনিষ বাঁচাতে গিয়ে কিশোর প্রাণ হারালে। খবর পেয়ে করালী বল্লে, "ও আমার পথের কণ্টক ও আমার শত্রু।"

কিশোর একদিন বলেছিল সোনালীকে "যে দিন গাঁয়ের সমস্ত ছেলেকে নিজের ভাই বলে কাছে টেনে নেবে সেইদিন আমার জন্মদিন সার্থক হবে।" কিশোরের মৃত্যুর পর সোনালী মাণিকের সহায়তায় গড়ে তুল্‌ল "কিশোর সদন।" তারই ভিতর দিয়ে চল্লো ছোটদের শিক্ষা দান।

ওদিকে করালী কি ভাবে চাষাদের হাত করে ফেলেছে; তলে তলে সোনালীর বিয়ে ঠিক করেছে কল্‌কাতার এক কালোবাজারী ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে।

শাপ্‌লা আর বাব্‌লা ভাব্‌ছে—কি করে মাণিক আর সোনালীর মিলন ঘটানো যায়। করালী গাঁয়ের চাষাদের অত্যাচার করে সব ধান গোলাজাত করেছে। লোভ তার অফুরন্ত। সোনালীকে পার করতে পারলেই সব জমিদারী তার হাতের মুঠোয় আস্‌বে।

ওদিকে কল্‌কাতায় বসে মাণিক পেল সোনালীর বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি। ভাব্‌লে মনে—মনে, তোমায় মুক্তি দেবো সোনা—

করালীর ষড়যন্ত্র—শাপ্‌লা বাব্‌লার কামনা...সোনালীর স্বপ্ন—আর মাণিকের তপস্যা...কোথায় মুক্তি, কোথায় বন্ধন—সে কাহিনী ছবিতে দেখাই ভালো।

সঙ্গীতাংশ

(১)

তোমার খেলা খেল্‌তে গিয়ে ভাঙ্‌লে আমার
খেলাঘর
ভালোমন্দ তুমিই জানো আমি তোমার নই ত' পর!
ভাঙ্‌লে পুতুল চরণ ঘাতে
তাই কি রে জল নয়ন পাতে !
কান্না, হাসির রঙ্‌ বুলিয়ে আঁক্‌লে ছবি যাদুকর !

(২)

মানিক—জুটুলে নিতুই এম্‌নি ফলার
সোনালী—থাকবে ভাই কিছু বলার
মাণিক—মারবো লাফ্‌
সোনালী—পাড়বো ডাব
উভয়ে—ভয় করিনা কানটা মলার।
মাণিক— জুটলে নিতুই এমনি ফলার—
সোনালী—শুন্‌বে সবাই গান যে গলার।
মাণিক—তাইরে না—না
সোনালী—জোর সে গা না।
উভয়ে—ভয় করি না কানটা মলার।

(৩)

ওগো আমার চাষা !
বিদ্যে শিখে ধরলে লাঙল, বুদ্ধি তোমার খাসা।
তুমি যখন খাট্‌বে মাঠে
আমি বেগুণ বেচবো হাটে
দাওয়ায় বসে তামাক টানার একটি চাই যে বাসা !
তুমি যখন পান্তো খাবে লঙ্কা মেখে গো
কাহুন্দীতে আম না দিয়ে দেখ্‌বে চেখে তো !
চাঁদের আলো, ফুলের হাসি
তখন হবে নেহাৎ বাসি
কেবল দিও নথ্‌ গড়িয়ে সেই ত আমার আশা !

(৪)

বাব্‌লা—শাপলা ফুলের মেলায় হল যে বন
বৈঠা চালাবো কি, শুধুই বাঁধন !
শাপ্‌লা—সাড়ী মোর জড়ালো বাব্‌লা কাঁটায়
ঘরেতে ফেরা মোর হল যে দায় !
বাব্‌লা—কাননে এত ফুল, আকাশে রঙ্‌
চপল শাপ্‌লা তোর এ কিরে ঢঙ্‌ !
শাপ্‌লা—ছিল যে ঘরের কোন ছিল ছায়া—
ইসারায় ডাকে কি পথের মায়া !
বাঁচবো কি প্রাণে গো ?
বাব্‌লা—শুধাই তাই কানে গো…
উভয়ে—কেমনে খুঁজে পাই হারানো মন ?

(৫)

ওরে চাষী ভাই !
তোদের ক্ষেতের ধান বিহনে আর ত' কিছুই নাই !
মুখের অন্ন দিস্‌নে পরে,
উঠ্‌বে রোদন ঘরে ঘরে—
সোনার ফসল ফলিয়ে চাষী হলি আজ বালাই।
ওরে চাষী ভাই
মাঠের ধানই মা যে মোদের, নিতুই বাঁচায় প্রাণ
সেই ত মোদের মাথার মণি, মাটির মায়ের দান।
লক্ষীছাড়া হোস্‌নে মিছে
ওরে চাষী চেন রে নিজে
পেটের ক্ষুধায় কাঁদলে ছেলে দিবি আথার ছাই।
ওরে চাষী ভাই।

(৬)

মুক্তির বন্ধন !
সে না ধান দোলে আলোতে হাওয়াতে—
মাটীতে লুকানো মন !
অরুণ-কিরণে মুক্তি ইসারা
মাটির বাঁধনে রচিল কারা।
আলোতে-আঁধারে, দেয়াতে-নেয়াতে লুকোচুরি
অনুখন
মুক্তির বন্ধন।
নদীর দুধারে এপার ওপার বন্ধন রচিয়াছে
বধু নিয়ে যায় পিপাসার জল, তাতেই মুক্তি নাচে !
তোমাতে-আমাতে না বলা বাণীতে
জয়-পরাজয় সকলি মানিতে—
হাসি-কান্নার ইন্দ্র ধনুতে দোল-দেয়া তনু-মন !
মুক্তির বন্ধন।

বৈঠা চালা মনরে আমার শূন্য পইড়া ঘর
এক চালাতে বসত মোদের তবু তুমি পর
তোমার লাইগ্যা পরাণ কাঁদে জোরে বৈঠা ধর ওরে
জোরে বৈঠা ধর।
বল বদর বদর বল বদর বদর
তোমার তরে লইবাম কন্যা মেঘ ডম্বুর সাড়ী
হাতে দিবাম শীতল পাঙ্‌খা বাতাস থামু তারি
দিবাম মুখে সাঁচি পান আর রইবা না মোর পর
জোরে বৈঠা ধর ওরে জোরে বৈঠা ধর
বল বদর বদর বল বদর বদর
চাঁদপানা মুখ দেইখ্যা আমার চোখে বয় রে পানি
এত ভাল বাসবাম কন্যা আগে কি তা জানি
তোমার আমার মধ্যে বঁধু সাত সাগরের চর
জোরে বৈঠা ধর ওরে জোরে বৈঠা ধর
বল বদর বদর বল বদর বদর

ক্যালকাটা উকিজের

মুক্তির বন্ধন

বাণীচিত্রের জনপ্রিয় গানগুলি

মুক্তির বন্ধন ওগো আমার চাষা	N 27709	তোমার খেলা খেল্‌তে শাপ্‌লা ফুলের মেলায়	N 27710
ওরে চাষী ভাই বৈঠা চালা মনরে আমার	N 27711		

হিজ্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস রেকর্ডে শুনুন।

ক্যালকাটা টকিজের

পরিবেশনায়

আগামী চিত্রাবলী !

০

ক্যালকাটা টকিজের তত্ত্বাবধানে গৃহীত

বড়ুয়া আর্ট প্রোডাক্‌সন্সের

জাগরণ

পরিচালনা : বিভুতি চক্রবর্ত্তী

রূপায়নে : মলিনা, গীতশ্রী, মধুছন্দা, দেবী মুখার্জ্জি

জহর, রবি রায় প্রভৃতি

•

ক্যালকাটা টকিজের

আগামী চিত্র

অজানা

—এবং—

চিতা-বহ্নিমান

বুকিং এর জন্য লিখুন :—

ক্যালকাটা টকিজ লিঃ

২৭-এ, ক্রীক রো, কলিকাতা

মহালক্ষ্মী প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স লিঃ

কলিকাতা

ক্যালকাটা টকিজ, (২৭-এ ক্রীক রো) এর তরফ হইতে শ্রীযুত অসিত রঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১-এ, ঠাকুর ক্যাশল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র